মর্ত্যলোকের গদ্য (১)

আমি, এবং আমার পক্ষপাতিত্ব .....!

নন্দিনী হোসেন

১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৫

'সাতরং' নিয়ে কিছু কথা ঃ- যদিও প্রারম্ভকথা তে *সাতরং* নিয়ে কিছু কথা বলেছি। তারপর ও আর ও কিছু কথা বলা সংগত মনে করছি। কারো মনে হতেই পারে কেন এই *সাতরং* ? বেশ কিছুদিন ধরে মনের ভিতর একটি ইচ্ছা লালন করেছি। বাঙ্গালী নারী,তা পৃথিবীর যে প্রান্তেই বাস করেন না কেন,তারা যেন প্রাণ খুলে তাদের কথা বলতে পারেন- আমি সেরকম একটা মিলন মেলা চেয়েছিলাম। হাতে গুণা মাত্র ক'জন নারী লেখকের লিখা আমরা ইন্টারনেটের বিভিন্ন ফোরাম গুলোতে দেখতে পাই। আমি আহ্বান জানাই নারীদের,আপনারা লিখালিখিতে আর ও সক্রিয় হোন। জানতে দিন আপনার চিন্তা চেতনা,আশা আখাংকার কথা। সমস্যা সম্ভাবনার কথা। তাছাড়া বাংলাদেশ সহ পৃথিবীময় ছড়িয়ে থাকা সব মত-পথের বাঙ্গালী ,নারী পুরুষ নির্বিশেষে যারা ইন্টারনেটের জগতে লিখালিখি করেন-সাতরং কে তাঁদের উপস্থিতির দ্যূতিতে বর্ণীল করে তুলবেন এই প্রত্যাশা থাকল। মোট কথা *সাতরং* এ বাংলার সব গুলো রং কেই ধারণ করতে চাই। সবার মতামত জানতে চাই। তবে অবশ্যই তা হতে হবে অন্যের মতামতের প্রতি সহনশীল, যুক্তিপুর্ণ লিখালিখির ভিত্তিতে। ব্যক্তি বিদ্বেষ পূর্ণ লিখা কখনই কাম্য নয় ।

আমার পক্ষপাতিত্ব ঃ- একজন মানুষ হিসেবে, কারো না কারো প্রতি-কোন না কোন পক্ষের প্রতি আমার নিজস্ব ধ্যান ধারণার আলোকে যে আদর্শে আমি বিশ্বাস করি-সেদিকেই আমার দূর্বলতা থাকাটা স্বাভাবিক। কোন মানুষ সম্পুর্ণ নিরপেক্ষ হতে পারে কি না আমার জানা নেই। তবে এটা মানি,কেউ যদি তার বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ মনে করে নিজেকে,তা হলে যে পক্ষের প্রতি ই তার পক্ষপাতিত্ব থাক না কেন,সে নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে পারে। সে ভাবে আমার ও একটা পক্ষের প্রতি দূর্বলতা থাকতে পারে,কিন্তু মত বিরোধ হলেই ঝাঁপিয়ে পরতে হবে প্রতিপক্ষের উপর এই নীতিতে আমি বিশ্বাসী নই।

যদি ও ইতিমধ্যে বিষয়টি বহু চর্চায় তেতো হয়ে গেছে -তবু আমি এতদিন ধরে যে ফোরাম-গুলোতে লিখে আসছি তাদের দু'একটির ব্যাপারে আমার উপলব্ধি গত কিছু কথা বলতে চাই খোলাখুলি ভাবে।

মুক্তমনা/ভিন্নমত ঃ- প্রায় নিয়মিত সময় বের করে নিয়ে মোটামোটি যে ক'টা ই-জার্নাল/ফোরামে ঢুঁ মারি, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মুক্তমনা,ভিন্নমত,সদালাপ ইত্যাদি । তবে কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে থাকে,কোনটি আমার ধ্যান ধারণা, চিন্তা চেতনা কে ধারণ করে সবচেয়ে বেশী? তাহলে আমি নির্দ্বিধায় যে উত্তরটি দেব, তা হচ্ছে মুক্তমনা এবং মুক্তমনা । এখানে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের কোন স্থান নেই। নৈকট্য বোধটা হচ্ছে আদর্শ কেন্দ্রিক । এদিকে ভিন্নমতের সাথে প্রথম পরিচিত হয়েছিলাম সেই সুবাদে আজ ও ভিন্নমতে আছি একজন সাধারণ লেখক/পাঠক হিসেবে। যদি ও ইতিমধ্যে ভিন্নমতের অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। ভিন্নমত সব মতের লিখাই ছাপায় এটা ঠিক,তবে সব ধরনের উগ্রপন্থি লিখার প্রতি ভিন্নমতের একটা দুর্বলতা আছে। অবশ্য তাদের মিশন সবাইকে টলারেনস শিখানো,তাই বোধ করি এই ধরনের লিখার প্রাধান্য বেশী। দু'এক জন লেখক আছেন এখানে,যাদের লিখা সত্যি ভালো লাগে। মনোযোগ দিয়ে পড়ি। তাছাড়া, 'ভিন্নমত'এর সাথে আমার চিন্তা চেতনার মিল যা আমি খুঁজে পেয়েছি এ পর্যন্ত,তা হচ্ছে ,এই ফোরামের পরিচালনাকারীদের মত আমি ও প্রথাগত কোন ধর্ম বিশ্বাস লালন করি না। আমি ও মনে করি ধর্মীয় মৌলবাদ মানব সভ্যতার জন্য একটি বিষফোঁড়ার মত। তবে

একজন মানুষ হিসেবে আমার পূর্ণ পরিচয় দিতে গেলে সোজা কথায় আমি নিজেকে একজন মানবতাবাদী নাস্তিক বললে সঠিক ভাবে বলা হবে। ভিন্নমতের ক্ষেত্রে আমার মানবতাবাদী অবস্থানের সাথে একটা দন্ধ অনুভব করি। তবে মানবতা বাদ বলতে যদি ভিন্নমতের অভিধানে খন্ডাংশ কিছু বুঝায় তাহলে আমার কিছু বলার নেই। আমি মানবতাবাদ বলতে সামগ্রিক মানবতাবাদই বুঝি। প্রগতিশীলতা বলতে প্রকৃত প্রগতিশীলতাকেই বুঝি- আমি ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী,মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী,পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী। আমার পক্ষপাতিত্ব ও এই মত পথের মানুষ জনের প্রতি থাকাটাই স্বাভাবিক।

<u>বাংলাদেশে মৌলবাদ এবং বর্তমান রাজনীতিঃ-</u> বাংলাদেশের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দল গুলো নিয়ে সাধারণ বাঙ্গালীদের মতই আমি ও উৎসাহী কম নই। অনেক গুলো বছর ধরে বৃটেনে বসবাস করছি। তবু কি এক অমোঘ টানে আমার মনোজগতে বাংলাদেশ এখন ও প্রবল ভাবেই উপস্থিত। ভিতরে কোথায় যেন এক টুকরো বাংলাদেশ বহন করে চলি সর্বদা। কখনই এটা বোধ হয় ক্ষয় হবার নয়। একেই কি বলে মাটির টান ? নাকি, শিখর কে জিইয়ে রাখার আখংকা ? মূলত দেশীয় রাজনীতি নিয়েই আমি ,ই -ফোরাম গুলোতে এবং বাংলাদেশের কয়েকটি সংবাদ পত্রে লিখে যাচ্ছি এই প্রাণের টান থেকেই। এই লিখালিখি থেকে কিছু হোক বা না হোক ,নিজের ভাবনা টা অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে পারছি-তাই বা কম কিসে। তা ছাড়া এই সব বিষয় লিখতে গিয়েই এমন অনেকের মেইল পাই-মাঝে মাঝে বেশ অবাক ই লাগে। মনে হয় তখন আমার এই ভাবনা গুলো শুধু আমারই নয়,অনেকের। তিনি দেশে বিদেশে যেখানেই বসবাস করেন না কেন,আন্ত রিক ভাবেই চান দেশ মৌলবাদ মুক্ত হোক। আমাদের ছোট বড় সব গুলো দল মিলে যেন দেশ টা কে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। জাতীয় ইস্যু গুলোতে অন্তত বসে কথা বলেন। জাতি কে দিক নির্দেশনা দেন। কিন্তু আমাদের বড় দুই দল পরস্পরের এমনি শত্রু,মনে হয় দেশ যাক জাহান্নামে,তাদের কাছে ক্ষমতা টাই বড় এবং মুখ্য বিষয়। মুড়ি মুড়কীর মত বোমা ফুটছে দেশে-ধরা ও পরছে প্রায় প্রতিদিন জামাতুল মুজাহেদীন নামক ইসলামী সংগঠনের কিছু লোক। তারপর ও সরকার এখন ও স্পষ্ট ভাবে কিছুই জানাচ্ছে না জনগন কে। আসল রাঘব বোয়াল রা এখন ও ধরা ছোঁয়ার বাইরেই অবস্থান করছে। দীর্ঘদিন পর প্রধানমন্ত্রি সংসদে যে ভাষণ দিলেন-তাতে তিনি এমন সব ঘোলাটে কথা-বার্তা বললেন,যার অর্থ করলে দাঁড়ায় তিনি বিরোধী দলের প্রতি ইঙ্গিত করছেন। দেশের সংবাদ পত্র,টিভি গুলোতে প্রতিদিন যাদের ধরা হচ্ছে,বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে তা জনগন সবই দেখছে । বোমা তৈরীর নানান সরঞ্জামের সাথে ইসলামী শাসন কায়েম করার নামে জন গনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে লিফলেট প্রচার পুস্তক পাওয়া যাচ্ছে খোদ রাজধানীতে। র‍্যাবের কাছে ধরা পরছে একের পর এক এসব আস্থানা-ঠিক সেই সময় দেশের প্রধানমন্ত্রি যদি বলেন অন্য কথা। যদি বলেন ***যারা দেশ কে মডারেট মুসলিম দেশ বলে পরিচিত হোক তা চায় না,যারা দেশের উন্নতি সহ্য করতে পারছে না এই সব বোমা হামলা তাদের ই কাজ*** তখন মানুষের আস্থা কি আর থাকে প্রধানমন্ত্রির কথার প্রতি? মানুষ কি ধরে নেয় না,যে তিনি ক্ষমতার স্বার্থে বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছিলেন বলেই আজ তার এই অধঃপতন ! তিনি ভাল করেই জানেন তাঁর অবস্থান এখন কোথায়। এখন ও সময় আছে প্রধান বিরোধী দল সহ সব গুলো দল কে সাথে নিয়ে তিনি নিজে বাঁচতে পারেন-তাঁর দল কে ও বাঁচাতে পারেন। তবে সব কিছুর আগে তাঁকে জামাতের রাহুগ্রাস থেকে নিজের দল কে বের করে নিয়ে আসতে হবে। যদি ও কাজটা খুবই কঠিন এখন তাঁর জন্য-তবু আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করলে হয়ত এখন ওতিনি তা পারেন ।

<u>অবশেষে কিছু খুচরো কথাঃ</u> গত বেশ কিছু দিন ধরে ভিন্নমত মুক্তমনা তে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ/মানবতাবাদ ইত্যাকার বিষয় আশয় নিয়ে ,কে কার পক্ষে -বিপক্ষে এসব নিয়ে একটা হৈ চৈ চলছে। আমি নিজে ও দু'একটি লিখা লিখেছিলাম। সেটা কার পক্ষে গেল কি বিপক্ষে গেল তা নিয়ে ভাবা আমার কাজ নয়। আমি আমার নিজের মত টাই শুধু জানিয়েছিলাম। যা হোক। যদি ও আমার আজকের এই লিখার বিষয় ঠিক তা নয় ,তবু যেহেতু আমার নাম এবং লিখা উল্লেখ করে কেউ কেউ কিছু কথা বলেছেন তাই এই লিখায় তাদের উত্তরে কিছুটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে

যাবো । যদি ও একটু দেরী হয়ে গেছে হয়ত কথা গুলোর উত্তর দিতে ব্যস্ততা হেতু-আর আসলে এটা ও ভেবেছিলাম কিছুই লিখব না আর এসব ব্যাপারে। ফালতু কাদা ছোড়াছোড়িতে আমার কোনই আগ্রহ নেই। আজ *সাতরং* এর জন্য প্রথম লিখা টা তৈরী করতে গিয়ে এসব বিষয়ে আমার অবস্থান পরিস্কার করতে গিয়েই শুধু এই কথা গুলো উল্লেখ করা। যাক গে। আসল কথায় আসি। **’সেতারা হাশেম কে খোলা’** চিঠি নামে আমি একটা লিখা লিখেছিলাম। আমাকে উদ্দেশ্য করে তাঁর একটি লিখার সুত্র ধরে। আমার লিখায় স্বাভাবিক ভাবেই বাংলাদেশের বামপন্থীদের কথা কিছু এসেছিল। যেহেতু তিনি নিজে অতি বাম পন্থী একজন মানুষ-তাই আমি তাঁর কাছে কিছু প্রশ্ন রেখেছিলাম। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশের বামপন্থীরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করেনি বলেই আজ বাংলাদেশের এই অবস্থা যদি ওএই কথাটা কখনই তেমন করে আলোচনায় আসে না। ইসলামী মৌলবাদীদের আজ যে এত টা বাড়-বাড়ন্ত ,তার দায় এবং দায়িত্ব আমাদের দেশের এই সব বামপন্থিরা ও এড়াতে পারেন না। নানা দল উপদলে ব্র্যাকেট বন্ধি বাম দল গুলো সব সময় ’সাম্রাজ্যবাদ নিপাত ’ যাবার সস্তা শ্লোগান ই দিয়ে এসেছে - কিন্তু কার্যকর কোন পন্থায় গণ মানুষের কাছে যেতে পারে নি। রাজধানী এবং কিছু মফস্বল কেন্দ্রিক শ্লোগান সবর্স্ব দল থেকে গেছে। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করেছে-কিন্তু ও দিকে মোল্লাদের শক্তি বাড়াতে ঠিকই ভূমিকা রেখেছে প্রত্যক্ষ ভাবে হলে ও। সেতারা হাশেম আমার লিখার উত্তরে লিখেছিলেন, *’সামরিক শাসক জিয়া, এরশাদ ও বিএনপি,যারা বাংলাদেশের ৩২ বছরের ইতিহাসে ২৪ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠ ছিল, এর ছত্রছায়ায় মৌলবাদের উত্থান ঘটেছে। কিন্তু বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থানের জন্য সুভাষিনী নন্দিনী দায়ী করলেন প্রগতিশীলদেরকে,যারা ক্ষমতার করিডোর থেকে হাজার যোজন দূরে ছিলেন ও আছেন । সাধারণ মানুষ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করে । মানুষের উপর কতৃত্ব বজায় রাখার জন্য সাইদী ও আমিনীরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অংশ নেয়। এটা তাদের রাজনৈতিক কূটচাল ।* আমি কিন্তু আমার লিখায় কোথা ও সামরিক শাসকদের ধোয়া তুলসী পাতা বলিনি। এদের কার কি অবদান তা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট। বাম দলগুলো ক্ষমতার করিডোর দিয়ে হাটেন নি সত্যি, কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত তাদের কার্যকলাপ গভীর ভাবে পর্যবেক্ষন করলে আমরা কি এই সত্যি পাই না যে ,তারা নিজেরাই বিভ্রান্ত ,নানা পথ এবং পন্থায় শতধা বিভক্ত ? জাসদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিষময় ফল কি জাতিকে ভোগ করতে হয় নি ?সিরাজ শিকদার দের অপরিনামদর্শী রাজনীতির মাশুল কি জাতি কে দিতে হয় নি ? সামরিক শাসন কি এদের হাত ধরাধরি করে অনিবার্য্য হয়ে উঠে নি ?

সাইদীরা না হয় সৌদিসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সমুহ থেকে বিপুল অর্থ পেয়ে ফুলে ফেঁপে উঠে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জিগির তুলে নিজেদের স্বার্থে-তাদের কূঁটচাল বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বদরুদ্দিন উমর,ফরহাদ মজহার দের মত বাম তাত্ত্বিক দের নতুন নতুন তত্ত্ব শুনে জনগনের যে ভিরমী খাওয়ার যোগার। এঁদের একজনের তত্ত্ব অনুযায়ী ইসলামী জঙ্গি গুষ্টি গুলো হলো মুক্তিযোদ্ধা !তাই মনে হয় আমাদের বাম দল গুলো সাইদীদের কন্ঠে কন্ঠ মিলিয়ে ইঙ্গো-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গরম গরম কথা বলতে পছন্দ করেন এবং নিজামীরা পরম তৃপ্তি সহকারে ফরহাদ মজহারদের উদৃতি দিতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন ! কি অপূর্ব সম্মিলন । সব সময়ই দেখা গেছে একদল চরম-পন্থীদের সাথে আরেক দল পুরোপুরি বিপরীত মূখি চরম পন্থীর অদ্ভুত এক মিল !তাদের ভাষা ভঙ্গি থেকে শুরু করে ধ্যান ধারণায় বিচিত্র সব মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

অভিজিৎ **’ অলস দিনের ভাবনা’** নামক লিখায় তার বই **’আলো হাতে চলিয়াছে আধাঁরের যাত্রী’** নিয়ে যারা আলোচনা করেছেন তাঁদের লিখা নিয়ে লিখতে গিয়ে আর ও কিছু বিষয় প্রসঙ্গক্রমে এনেছিলেন- সেতারা হাসেম কে লিখা আমার কিছু প্রশ্ন ও তাতে হাল্কা ভাবে এসেছিল। সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে কিছু কথা উল্লেখ করতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই আমেরিকার কথা এসে গিয়েছিল। আর যায় কোথায় !ভীমরুলের চাকে যেন ঢিল পরল !
যাই হোক সে সব প্রসংগ সবার ই জানা। আমি শুধু আমার লিখা নিয়ে যে মনতব্য গুলো করা

হয়েছে তাই নিয়েই দু'একটি কথা বলব। অনন্তের লিখা পড়ে আমি 'অদ্ভুত প্রেম এক ' নামে একটি লিখা লিখেছিলাম। সদালাপ,মুক্তমনা আমার দেওয়া শিরোনাম দিয়েই লিখাটি ছাপালেও, ভিন্নমতে ছাপা হবার পর দেখলাম লিখাটির শিরোনাম হয়ে গেছে 'অনন্ত প্রেম' !আলমগীর কে বিষয় টি জানাতে তিনি বললেন সম্পাদক কুদ্দুস খান তা করেছেন,তবে তিনি মনে করেন সম্পাদক শিরোনাম পরিবর্তনের স্বাধীনতা রাখেন-এবং তিনি জনাব কুদ্দুস খানের সাথে এই ব্যাপারে একমন যে 'অনন্ত প্রেম ' শিরোনাম টি ই নাকি যথার্থ আমার লিখার সাথে !তবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এর আগে আর কখন ই কিন্তু আমার কোন লিখার শিরোনাম বদলানো হয় নি। বিশেষ করে এই লিখাটার শিরোনাম ই কেন বদলাতে হল ?তা কি জনাব সম্পাদক সাহেবের বিপক্ষে গেছে বলে ?

এবার আকাশ সাহেব কে কিছু কথা। তাঁর লিখা পড়ে মনে হয়ছে তিনি যেন পুরোনো কোন পুষে রাখা ক্রোধ এতদিনে আমার উপর বর্ষণ করার সুযোগ পেয়ে-তা আর হাত ছাড়া করতে চান নি। তিনি আমার অনেক আগের একটা লিখার উদাহরন দিয়ে আওয়ামী লীগ ,বি এন পি ইত্যাদি প্রসঙ্গে টেনে এনে তাঁর এতদিন কার জমানো ক্ষোভ ঝাড়ার সুযোগ পেয়ে যা লিখলেন,তা পড়ে আমি অট্টহাসি দিয়েছি! আমার বিন্দু মাত্র ধরতে অসুবিধা হয়নি তাঁর রাগ আসলে কোথায় !আওয়ামী লীগের কিছু সমালোচনা করায় তিনি কট্ট র আওয়ামী সমর্থক হয়ে ও যে এতদিন আমার কথা গুলো সহৃদয় চিত্তে হজম করে বসেছিলেন-তার জন্য তাকে অনেক ধন্যবাদ,যদি ও শেষ রক্ষাটা করতে পারলেন না। তবে আমার লিখার সাথে যারা এতদিনে কিছুটা ও পরিচিত হয়েছেন,তারাই ভালো বলতে পারবেন কোন ধরণের লিখা আমি লিখি। তাই আওয়ামী লীগ,বি এন পি নিয়ে এখানে আমি আর একটি শব্দ ও খরচ করতে আগ্রহবোধ করছি না। আরেকটি কথা, তিনি কেন যে এই কথা টি বললেন তা অবশ্য ঠিক বুঝি নি,**'আমরা আগে ও নিরপেক্ষ ছিলাম এখন ও নিরপেক্ষ আছি'** !আমার আজকের লিখা পড়ে অবশ্য কারো আর সন্দেহ থাকা উচিত নয় আমি কেমন নিরপেক্ষ (যদি ও আমি নিজেকে নিরপেক্ষ দাবি করি নি কখন ও)। আদর্শ গত মিল যার সাথে বেশী হবে তাদের পক্ষেই লিখতে গেলে মতামত টা যাবে এটাই স্বাভাবিক। আমি কাউ কে তাই বলে গুরু মেনে পূজা করিনি কখন ও। কাউ কে গুরু বলা পছন্দ ও করি না !কারো গুণের জন্য জ্ঞানের জন্য শ্রদ্ধাবোধ থাকতে পারে সেটা ভিন্ন ব্যাপার। তবে 'গুরুবাদে' বিশ্বাসী নই আমি। তা তিনি যেই হোন না কেন ।

আলমগীরের **মানবতাবাদ,মনুষ্যত্ববাদ ও পররাষ্ট্রনীতি** নিয়ে লিখাটি ভাল লেগেছে। লিখাটি তিনি অনেক টা ব্যাংগার্থে লিখেছেন। তার এই ষ্টাইলটা তিনি প্রায়ই তার প্রতিপক্ষের প্রতি ব্যবহার করেন লিখায়। যার জন্য পড়তে এক ধরনের কৌতুক বোধ হয়। তিনি আমেরিকার পর রাষ্ট্র নীতি নিয়ে লিখতে গিয়ে অনেক কিছুই লিখেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ ও টেনে এনেছেন ডাঃ বিপ্লব পালের লিখার প্রসংগ ধরে। এখানে আমি ডাঃ আলমগীরের সাথে একমত যে **'শ্রীমতি গান্ধী পৃথিবী ঘুরে ঘুরে বাংলাদেশের পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার কথা জানিয়েছিলেন এটা যেমন ঠিক,তেমনি এটা ও ঠিক বাংলাদেশের প্রতি ইন্ডিয়ার এই সাহায্য সহযোগীতা শুধু মাত্র মানবতার খাতিরেই ছিল না**। এই কথা আজ একটা দুধের শিশু ও বিশ্বাস করবে না যে সব সাহায্য ই ছিল নির্মল সৎ উদ্দেশ্যে। তবে এ কথা ও আমাদের স্বীকার করতেই হবে শ্রীমতি গান্ধী এবং তখন ইন্ডিয়ার সাধারণ মানুষ পাশে এসে দাড়িয়েছিল বলেই আমাদের স্বাধীনতা তরান্বিত হয়েছিল। এবার আসি আমেরিকার জনগনের কথায়। আলমগীর লিখেছেন, *নন্দিনী হোসেন ও ফতেমোল্লার মত মানবতাবাদী লেখক রা একের পর এক 'দুই দানব' এর মত রচনায় আমেরিকার বিভৎস নীতির সমালোচনা লিখে যাচ্ছেন কিন্তু আমারিকার সাধারণ জনগন কে মাফ করে দিচ্ছেন।* আলমগীর বলতে চাচ্ছেন (যদি ও ব্যঙ্গার্থে)আমরা যেন আমেরিকান জনগন কে ও ঘৃণা করি ! প্রথমত আমার কথা আমি বলতে পারি। ঘৃণা শব্দটা অতি ব্যাপক !আমি কেউ কেই ঘৃণা করতে পারি না । এই শব্দটা খুব কমই ব্যবহার করি। এটা আমার এক ধরনের অনুভূতির সীমাবদ্ধতা হয়ত । আসল কথায় আসি। যে কোন দেশ ই হোক না কেন,ভোটের স্বার্থে জনগনের কাছে যেহেতু যেতে হয়,তখন নানা মিথ্যার মোড়কে সাজিয়ে গুছিয়ে দেশের মানুষ কে

রাজনীতিবিদরা যা বূঝান তাই তাদের না বূঝে উপায় নেই। কারণ রাজনৈতিক দল গুলোর বিশেষ করে তা যদি হয় আমেরিকার মত দেশ- তা হলে তাদের প্রচার প্রপাগান্ডার তোড়ে আসল সত্যি থাকে মুখ লুকিয়ে। মানুষ মিথ্যা কেই সত্যি বলে ধরে নেয়। তাদের চোঁখে নানান রঙ্গীন স্বপ্ন দেখানো হয়। আমেরিকাবাসী কে তাদের প্রচার মাধ্যম এবং বুশ যা বুঝাবেন তারা তাই বুঝবে এতে এত আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে ? কোন দেশের শাসক গুষ্টির অপকর্মের জন্য সেই দেশের মানুষদের সব সময় দায়ী করা যায় না। তাছাড়া একটা কথা প্রচলিত আছে যে আমেরিকার বেশীর ভাগ জনগণ ই বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞান রাখে খুবই কম। তবে এখানে সত্যের খাতিরে আরেক টি কথা ও উল্লেখ করা দরকার যে আমেরিকার জনগণের একটা বেশ বড় অংশ কিন্তু ছিল ইরাক যুদ্ধের বিপক্ষে। ধরুন আমাদের একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা ই-তখন ও কিন্তু আমেরিকার শাসক শ্রেনী যত ই পাকিস্থানের পক্ষে কাজ করুক না কেন,সাধারণ জনগণের একটা বিরাট অংশ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ছিল। এসব তো আমাদের ভূলে গেলে চলবে না। কোন দেশের শাসকদের অপকর্মের জন্য সেই দেশের জন গণ কে দায়ী করা যায় না। আলমগীর কে আর ও একটা কথা বলি,তিনি নানা কথা বলে বূঝাতে চেয়েছেন যা কিছুই হোক সব দোষ আমেরিকার ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করা হয়-কিন্তু কেন করা হয় এই সোজা কথা টা তার ভাবা উচিত ছিল। সোজা কথাটা হচ্ছে-আমেরিকা যে পৃথিবীর স্বঘোষিত ত্রান কর্তা সেজে বসে আছে,এই জন্য। আজ যদি আমেরিকা পৃথিবীর স্বঘোষিত অধিশ্বরের ভূমিকা পরিত্যাগ করে-দেখবেন কাল থেকে কেউ আর আমেরিকা কে সব কিছুতে দায়ি করছে না। একটি পরিবারের যিনি কর্তা থাকেন,তিনি অধম উত্তম যাই হোন না কেন,পরিবারের অন্যান্যরা তাকে উঠতে বসতে সব কিছুতে দায়ী করে। আর এটাই স্বাভাবিক ।

(খুচরো কথা বলতে গিয়ে অনেক বেশী বাড়তি কথা বলা হয়ে গেল-ব্যক্তিগত ভাবে কারো প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই। কল্যাণ হোক সবার)